শব্দার্থ ও টীকা

22

অনাচার

আশাপূর্ণা দেবী

22.1 প্রস্তাবনা

আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা। মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বিশিষ্ট। বাঙালি সমাজের নারীজীবনের নানান দিক তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। নারীর জীবনে সমস্যার শেষ নেই, কী অবিবাহিত জীবনে কী বিবাহিত জীবনে। কিন্তু শত সমস্যা থাকলেও নারী সাধারণত তার কোমল স্বভাবটিকে শত বিপর্যয়ের মধ্যেও বিসর্জন দেয় না। এ ভাবটি লেখিকা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন সব সময়ে।

'অনাচার' গল্পে লেখিকা সুভাষ-কাকিমা নামে সমাজে নির্যাতিতা এক নারীর মহিমা ফুটিয়ে তুলেছেন। বিধবা হিসাবে প্রায় সাতমাস ধরে সধবার জীবনযাপন সমাজের মানুষের কাছে ঘোর সামাজিক অনাচার বলে মনে হয়েছে। কিন্তু মানবিক দিক দিয়ে সেটি যে অনাচার নয়, তার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পটির শেষের দিকে। সুভাষ-কাকা মারা গেছেন এ সংবাদে পুত্রশোকে কাতর হয়ে শ্বশুরের মৃত্যুর সম্ভাবনা। এ থেকে তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত তাঁকে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দেননি সুভাষ-কাকিমা, একথা ভেবেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে।

22.2 উদ্দেশ্য

অনাচার গল্পটি পড়ে আপনি —

- বাঙালি হিন্দু সমাজের (একটি বড়ো অংশের) কুসংস্কার সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারবেন;
- কীভাবে এক যুবতী বধূ সমাজ-রীতিকে না মেনে শ্বশুরের জীবনরক্ষার জন্য বিধবা হয়েও সধবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন, তা জানাতে পারবেন;
- কূপমণ্ডুক সমাজের মানুষের কাছে তাঁর আচরণ অনাচার হলেও গল্পকথক মনোতোষের কাছে এটি ঠিক কাজ বলেই মনে হয়েছে, একথা বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- গল্পটিতে লেখিকা এক নারীকে কীভাবে মহতী করে তুলেছেন সে কথা জানাতে পারবেন।

22.3 মূল পাঠ

22.3.1 (1)

সুভাষ কাকিমার নামে একেবারে ছিছিকার পড়ে গেল। মেয়েমানুষ যে এত বড়ো কঠিন প্রাণ হতে পারে এ যেন ধারণার অতীত।

মেয়েমানুষ কেন, কোনো মানুষের পক্ষেই কি সম্ভব? যে কঠোর কাজ মানুষের পক্ষেই অসম্ভব, তেমন কাজ যদি কোনো মেয়েমানুষে অম্লানবদনে করতে পারে, তাহলে তাকে লোকে কী না বলবে?

কতটুকুই বা বলতে পারবে?

আমার নিজের কাকিমা আর মা বাড়ি এসে দালানে পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন, বোধ হয় মনের ওপর কতবড়ো একটা ধাক্কার ধাক্কা সামলাতে।

সুভাষ-কাকিমারা আমাদের জ্ঞাতি নয়, কাজেই অশৌচের বালাই নেই। তাছাড়া মৃত্যুবাড়ি থেকে ফিরে সধবা মানুষের নাকি তক্ষুণি স্নান করতে নেই। তাই মা কাকিমা কাপড় ছেড়ে বসেছেন। পিসিমা একেবারে ঘাট থেকে একটা ডুব দিয়ে ফিরলেন।

উঠানে দাঁড়িয়ে ভিজে থানের আঁচলটা নিঙড়ে নিঙড়ে সেই নিঙড়ানো জলটুকু দিয়ে পা ধুয়ে দালানে উঠে পিসিমা চাঁচাছোলা মাজাঘষা গলায় বলে উঠলেন — যাক, এতদিনে গিরীনখুড়োর হাড় কখানা জুড়োল। আহা, আজন্ম দুঃখী। রোগে-শোকে জরজর দেহখানা টিকে ছিল শুধু পরমায়ু ফুরোয়নি বলেই। নইলে মরেই তো ছিলেন।

22.3.2 (2)

আলনা থেকে শুকনো মটকার থানখানা পেড়ে নিয়ে পরে মার কাছাকাছি বসে পড়ে থানের আঁচলখানা দিয়েই ন্যাড়া মাথাটা ঘসে ঘসে মুছতে লাগলেন পিসিমা।

মা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন — 'মানুষজন্ম' হয়ে পর্যন্ত এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি ঠাকুরঝি!

তুমি তো সেদিনের মেয়ে বউ, তুমি শোনোনি — সে কিছু মস্ত কথা নয়। জগতের কেউ কখনও শুনেছে?

কাকিমা বললেন — আমি শুধু ভাবছি — পারল কী করে? প্রাণ ছিঁড়ে পড়ল না! একদিন নয়, আধ দিন নয়, ছ-সাত মাস। এই দুরন্ত সংবাদ চেপে রেখে স্থির থাকা, উঃ! ভাবাই যায় না!

— পাষাণে তৈরি বুক! — বললেন মা!

পিসিমা বললেন — ওগো কার ভেতরে কী থাকে, সে শুধু সময় এলেই ধরা পড়ে। সুভাষ ছোঁড়া যখন ছিল, তখন মনে হত বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই। তারপর — ছোঁড়া হঠাৎ চলেই বা গেল কেন, তাই বা কে বলবে? আমার মনে নিচ্ছে — বউ-এর ভেতরের অন্য গুণ টের পেয়েই সুভাষ মনের ঘেন্নায় চলে গেছল।

শব্দার্থ ও টীকা

ছিছিকার = ধিক্কার।
কঠিন প্রাণ = মায়াদয়াহীন।
ধারণা = বোধ।
অম্লানবদনে = দ্বিধাহীনভাবে।
জ্ঞাতি = এক বংশের।
অশৌচ = অশুদ্ধি।
চাঁচাছোলা = মার্জিত।
মৃত্যুবাড়ি = যে বাড়িতে কোনো মৃত্যু ঘটেছে।
সধবা = যে নারীর স্বামী জীবিত।
তক্ষুণি = সঙ্গে সঙ্গে।
ঘাট = পুকুর, নদী ইত্যাদি জলাশয়ে নামার স্থান।
আজন্ম = জন্ম থেকে।
জুড়োল = শান্ত হল।
জরজর = অতিশয় ক্লেশ পাওয়া।
পরমায়ু = জীবনকাল।

মটকা = মোটা রেশমি কাপড়।
থান = সাদা পাড় কাপড়।
দুরন্ত = দুষ্টু, অশান্ত (এখানে অবাক করা)।
পাষাণ = পাথর।

22.3.3 (3)

জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না। মানুষকে ধিক্কার দেবার যত রকম ভাষা আছে, সব এঁরা একে একে ব্যবহার করবেন। শেষ পর্যন্ত সংসারের কাজের তাড়ায় যদি ওঠেন।

চুপচাপ খানিক শুয়ে অবেলায় — অন্যমনাভাবে বেরিয়ে পড়লাম।

আজ রবিবার। রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় ফেরার কথা। কিন্তু কিছুতেই যেন ইচ্ছে হল না। সারাদিন সুভাষ-কাকিমা সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে শুনতেই বোধ করি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবন, সামান্য একটু আলোচনার বস্তু পেলে এরা আষ্টেপৃষ্ঠে তার সদ্ব্যবহার না করে ছাড়ে না। সে জায়গায় এত বড়ো একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এরপর — সুভাষ-কাকিমাকে কোন্ প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হতে হবে কে জানে?

আচ্ছা, সুভাষ-কাকিমা কি কোন গর্হিত অপরাধ করেছেন? না কি কুলধর্ম নষ্ট করেছেন? না সামাজিক কোনো অনাচার করেছেন? কী যে করেছেন সে কথা বলা বড়ো শক্ত। যা করেছেন, সে কাজ বোধহয় কেউ কখনও করেনি, তাই সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোনো আলোচনা এখনও হয়নি?

ফিরতি পথে দেখি দীনেশ রায়ের বৈঠকখানার উঁচু রোয়াকে বসে জনাকতক মিলে ওই আলোচনাই চালাচ্ছে। রোয়াকের সিঁড়িতে তিন চারটে হ্যারিকেন লণ্ঠন নিবুনিবু অবস্থায় কমিয়ে বসানো আছে। অন্ধকারে ঠিক চেনা কাউকেই যাচ্ছে না।

শুক্লপক্ষে কেরোসিন খরচের দরকার বড়ো হয় না, রাতবিরেতে পথ হাঁটতে একটা লাঠি ঠকঠকই যথেষ্ট। কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র। আজ গ্রামে একটা মৃত্যু ঘটে গেছে, আজ সন্ধ্যার পর থেকে পথে বেরোতে হাতে একটু আগুনের ছোঁয়া থাকা ভালো।

গ্রামের লোকের অন্ধকারে চোখে মানিক জ্বলে। আমাকে দেখে দীনেশ রায় হাঁক দিলেন — কে যাচ্ছে ওখানে? মনোতোষ না কি?

বাধ্য হয়ে এগিয়ে গেলাম।

22.3.4 (4)

দীনেশ রায় বললেন — আজকের দিনে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজি?

বললাম — বিকেলে বেরিয়েছি।

—আচ্ছা বোসো একটু। এই সুরেনদা তো তোমাদের দোর দিয়েই যাবেন, একসঙ্গে যেয়ো, আলো ধরে দাঁড়িয়ে দেবেন অখন।

—দরকার হবে না। — বলে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু যেতে দিচ্ছে কে?

দীনেশ রায় উদারকণ্ঠে বলে উঠলেন—তোমার দরকার নেই, আমার দরকার আছে। আমি তোমায় একা আঁধারে ছেড়ে দিতে পারি না। এসো এসো। . . . তারপর আজ আর ফিরবে না বুঝি?

—আজ্ঞে না। কাল যাব।

—কাল ছুটি আছে নাকি?

শব্দার্থ ও টীকা

সমালোচনা = দোষগুণের বিচার।
নিভবে = নির্বাপিত হবে (আগুন), অবসান করবে (সমালোচনা)।
ধিক্কার = ছি!
প্রায়শ্চিত্ত = পাপ থেকে মুক্তি পাবার অনুষ্ঠান।
গর্হিত = নিন্দিত।
কুলধর্ম = বংশের আচার আচরণ।
রোয়াক = বারান্দা।
অন্যমনা = আনমনা।
ক্লান্ত = শ্রান্ত/অবসন্ন।
নিস্তরঙ্গ = ঢেউহীন/ এখানে অর্থ উত্তেজনাহীন স্বাভাবিক জীবন।
আষ্টেপৃষ্ঠে = সর্বাঙ্গে।
স্বতন্ত্র = আলাদা।
শুক্লপক্ষ = পূর্ণিমার আগের পনেরো দিন।

লণ্ঠন = হ্যারিকেনের অন্য নাম।
অখন = 'এখন'-এর পরিবর্তিত রূপ।(মুদ্রাদোষ)।
উদারকণ্ঠে = খোলা গলায়।

—নাঃ, ছুটি কীসের?

—তবে?

জানি উত্তর দেবার স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখেও এঁরা প্রশ্ন করতে ছাড়বেন না। এই এঁদের বিশেষত্ব।

বললাম—এমনি গেলাম না আজ, ভালো লাগল না।

দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন—হুঁঃ! ভালো আর লাগবে কোথা থেকে? দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেছ একেবারে কী বলো? সুভাষের স্ত্রীর কীর্তিকলাপ শুনলে তো?

—শুনলাম।

—বলি তোমরা তো কলকাতায় থাক হে, অনেক রকম কেতা দেখা অভ্যেস; এমন কেতা দেখেছ সেখানে?

বিনীতভাবে বললাম—আজ্ঞে না।

22.3.5 (5)

সুরেন সরকার গলা ঝেড়ে বললেন—সাফাই শুনলে তো? বলে কিনা বুড়োমানুষটার মনে দাগা লাগবে বলে—তাই! শ্বশুরের জন্যে প্রাণ ফেটে মরে যাচ্ছিলেন। ছেলে ভোলানো আর বলে কাকে! ... বলি—তুই পারলি কী করে তাই বল?

—অসৎ মেয়েদের রীতির কথা ছেড়ে দাও সুরেনদা, তারা কী পারে আর না পারে! ... খবরটা বুড়ো কানে উঠলেই তো—মাছ খাওয়া, শাড়ি পরা ঘুচে যেত।

মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা যন্ত্রণা বোধ করলাম।

বললাম—আচ্ছা কাকা, আমি চলি।

—আঁধারেই চললে?

—হ্যাঁ।—নেমে পড়লাম।

দীনেশ রায় চেঁচিয়ে উঠলেন— বলি পৈতে গাছটা গলায় আছে তো হে? না কি কলকেতার ফ্যাশানে ধোবার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছ? গাছতলা দিয়ে যাওয়া—মানো না তো কিছু! মৃত আত্মা তিনদিন তিনরাত জায়গা ছেড়ে নড়তে চায় না, ঘুরে বেড়ায় বুঝলে?

গাছতলা দিয়ে যেতে যেতে আবার বাড়ির বিপরীত দিকে ঘুরলাম।

মৃত আত্মা জায়গা ছেড়ে না নড়ে যদি তিনদিন ধরে সেইখানেই ঘুরে মরে, তাহলে গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও নিশ্চয় কাছে-পিঠে কোথাও ঘুরছে। এসব ঘটনা টের পাচ্ছে, এ সব আলোচনা শুনতে পাচ্ছে।

কী হচ্ছে সে আত্মা? সন্তুষ্ট? না কি এইসব গ্রাম্য বৃদ্ধদের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে চাইছে? কে জানে কী।

শব্দার্থ ও টীকা

তাজ্জব = অবাক, অদ্ভুত।
কীর্তিকলাপ = প্রশংসনীয় কাজসমূহ, এখানে নিন্দার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
উচ্চাঙ্গের = উন্নত। কিন্তু এখানে ব্যঙ্গ করে।
কেতা = কায়দা; কৌশল।
অভ্যেস = অভ্যাস।
বিনীতভাবে = বিনয়ের সঙ্গে, নম্র ও শান্তভাবে।

গলা ঝেড়ে = গলা পরিষ্কার করে, খালি করে।
সাফাই = পরিষ্কার, এখানে অজুহাত।
দাগা = আঘাত।
পৈতে = উপবীত, ব্রাহ্মণ হবার সময় এটি ধারণ করতে হয়।
আত্মা = চৈতন্যময় সত্তা, এখানে কারো কারো বিশ্বাসমতে কোনো মৃত ব্যক্তির দেহহীন অস্তিত্ব।

ক্রুদ্ধ = রুষ্ট, রাগান্বিত।
অভিশাপ = অভিসম্পাত, শাপ, অন্যের খারাপ চেয়ে খারাপ কথা বলা।

22.3.6 (6)

সুভাষ কাকিমার প্রতি খুব বেশি স্নেহভার তো কখনও দেখিনি তাঁর। তাছাড়া— সুভাষকাকা ''সিনেমা সিনেমা'' হুজুগ করে বম্বে চলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তো যত দূর নয় তত দূর খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন, পুত্রবধূর ওপরও কম খাপ্পা হননি। অবিশ্যি দোষ দেওয়াও যায় না।

ছটি সন্তানের মধ্যে সুভাষ তাঁর শেষ অবশিষ্ট সন্তান। সেই ছেলেও যদি বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়, তার স্ত্রীর ক্ষমতা থাকে না ধরে রাখবার, তাহলে কী করে তিনি সেই অক্ষমতাকে মার্জনা করতে পারেন? কী করে প্রসন্ন থাকতে পারেন বউ-এর ওপর?

বৃদ্ধ শ্বশুর আর তরুণী পুত্রবধূ—এই সংসার। শ্বশুর যদি রাগ করে সাবু বার্লি সমেত ভারি কাঁসার বাটিটা বে-আন্দাজি ছুঁড়ে মেরে বউ-এর কপাল ফাটান, তাহলেও কেউ ধরবার নেই।

প্রথম প্রথম নাকি খুব চিঠির ঘটা ছিল সুভাষকাকার, টাকাও পাঠিয়েছিলেন কবার, কিন্তু মাস ছয়-সাত আর কোনো খবর নেই।

না টাকা, না চিঠি। সংসারে দারিদ্র্যের চরম। পাড়ার গিন্নিদের দিয়ে নিজের যা একটু সোনাদানা ছিল, সবই বিক্রি করিয়েছিলেন সুভাষ-খুড়িমা।

বম্বে গিয়ে সুভাষকাকা যে, কোনো কুহকিনীর কুহকজালে আটকা পড়ে গেছেন, সে বিষয়ে আর কারুর মতদ্বৈধ ছিল না।

ওদের যে কী করে চলে, সেকথা গ্রামের কেউ কোনোদিন ভেবে দেখেনি, কিন্তু ওদের নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল না।

একটা অসহায় মেয়েমানুষ যে নিজের জোরে দাঁড়িয়ে থাকবে, স্বামী অনাসক্ত হয়ে গেছে বুঝেও ভেঙে পড়বে না, সব সময় হেসে কথা কইবে লোকের সঙ্গে, এটা সত্যিই বড়ো দৃষ্টিকটু। কিন্তু সে তো তবু সহ্যের সীমানায় ছিল। আর আজ যা জানা গেল। এ যে সহ্যের অতীত।

আজ যা জানা গেল—সেটা হচ্ছে এই—গিরীনঠাকুরদার মৃতদেহ যখন পড়ে, আর বাড়ি লোকে লোকারণ্য, তখন সুভাষ-কাকিমা পাড়ার সমস্ত মান্যগণ্য ভদ্রলোকদের সামনে একখানা খামের চিঠি ফেলে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন—এই নিন, এ চিঠি পড়ুন। পড়ে আমার কী কর্তব্য আদেশ দিন। যদি প্রায়শ্চিত্তের দরকার থাকে, তার ব্যবস্থাও দেবেন।

22.3.7 (7)

একপাশে দাঁড়িয়ে আমিও দেখছিলাম সব।

প্রবীণেরা সকৌতূহলে চিঠি কুড়িয়ে নিলেন এই ভেবে যে গিরীনঠাকুরদার হয়তো লুকানো টাকাকড়ি কিছু ছিল, সেই সংক্রান্ত কোনো লেখাপড়া।

চিঠিটাই হাঁ হাঁ করে কুড়িয়ে নিয়েছে লোকে, বাক্যার্থের দিকে কান দেয়নি।

মুখছেঁড়া খাম, পুরোনো চিঠি, বার করতেই যতগুলো সম্ভব মাথা তার ওপরে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু এ কী? এ কি চিঠি, না জ্বলন্ত আঙরা?

প্রবীণদের মুখভঙ্গি দেখে, যারা চিঠি পড়েনি তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাল—ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী?

শব্দার্থ ও টীকা

স্নেহভার = ভালোবাসার বন্ধন।

হুজুগ = ফ্যাশন, গুজব, জল্পনা, জনরব।

প্রসন্ন = সদয়, খুশি।

বে-আন্দাজি = হিসেবের বাইরে।

চরম = চূড়ান্ত, শেষ পর্যন্ত।

কুহকিনী = মায়াবিনী, জাদুকরী।

কুহকজাল = মায়াজাল, প্রতারণা, ছল।

মতদ্বৈধ = মতের অমিল।

অনাসক্ত = অনুরাগহীন, উদাসীন।

দৃষ্টিকটু = দেখতে খারাপ লাগা।

লোকারণ্য = লোকের ভিড়।

মৃদুকণ্ঠে = নরম গলায়, শান্তভাবে।

সকৌতূহলে = আগ্রহের সঙ্গে।

সংক্রান্ত = বিষয়ে।

বাক্যার্থ = বাক্যের মানে।

আঙরা = অঙ্গার-এর পরিবর্তিত রূপ, কয়লা।

উদ্‌গ্রীব = অতিশয় আগ্রহ।

সতীশ কুণ্ডু ক্ষোভ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি মুখে ফুটিয়ে, চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে বললেন—সকলেই যখন এখানে উপস্থিত আছেন, বলে ফেলাই ভালো। সুভাষ বাবাজি আজ সাত মাস হলো গত হয়েছেন। বম্বে থেকে তাঁর এক বন্ধু যথা সময়েই জানিয়েছিলেন, তবে বউমা এযাবৎ সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন।

ঘরের মধ্যে কি বাজ পড়ল!

মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখার সংবাদ এমন কিছু নতুন নয়। সময়ে অসময়ে অবস্থা বিবেচনা করে লোকে এমন করে থাকে কখনও কখনও। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুসংবাদ গোপন করবে স্ত্রী? উদ্দেশ্যটা কী?

ভিড়ের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠল।

প্রবীণরা চোখ গোল করে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, আর সুভাষ-কাকিমা ভাবলেশশূন্য মুখে শ্বশুরের অসুখের সময়ে ব্যবহৃত ওষুধের শিশি, কাচের গেলাস, পিকদানি, কাঁথাকানি, জামাকাপড় ইত্যাদি একত্রে জড়ো করতে লাগলেন। অতঃপর একজন মহিলা বললেন—হ্যাঁ সতীশ, বউমার করণীয় কাজ তাহলে কী হবে?

22.3.8 (8)

সতীশ কুণ্ডু বললেন—আপনারাই বলুন। আমার এই ষাট বছর বয়সে এমন ঘটনা তো দেখিনি সত্যদি, অজান্তে হয়—সে আলাদা। বলে অজান্তে সাপের বিষে দোষ লাগে না।

সত্যদি বললেন—ছাইপাঁশ শাখা সিঁদুরের ব্যবস্থা নয় আমি করে দিলাম, কিন্তু একটা প্রাচিত্তিরের দরকার তো? জেনে শুনে এমন অনাচার! ... হ্যাঁ গা বউমা, এ চিঠি চেপে রাখবার বুদ্ধি তোমায় কে দিলে বাছা?

সুভাষ-কাকিমা মুখ তুলে, কে জানে হয়তো বা একটু হেসেই বললেন— বুদ্ধি আর কে দেবে পিসিমা? বোধহয় আমার দুর্মতিই দিয়েছে।

—যাই হোক, বলি এর একটা মানে তো আছে? যদি উড়ো চিঠি বলে অবিশ্বাস এসে থাকে, পাড়ার পাঁচটা বিচক্ষণ লোককে দেখাতে হয় তো?

—অবিশ্বাস তো করিনি পিসিমা।

—তা হলে?

সুভাষ-কাকিমা এইবার হাতের কাজ থামালেন, স্থির ভাবে বললেন—ভেবেছিলাম বাবা বুড়োমানুষ, জীবনভোর অনেক শোকতাপ তো পেয়েছেন, মরণকালে না হয় আর নাই পেলেন।

—এইটাই কি আর একটা সহজ মানুষের মতন কাজ হল বাছা?—সত্যপিসি বললেন— যে যার কর্মফল নিয়ে এসেছে, ভোগ না করে উপায় কী? এই যে তুমি ছমাস ধরে জেনে শুনে তার ভিটেয় বসে বিধবা হয়ে সধবার আচরণ করলে, তাতেই কি তার ভালো করলে? এতে তার আত্মার অসদ্‌গতি হবে না? ... যাক এখন ভটচাজকে ডাকো, কী বলে সে দেখি। নারায়ণ নারায়ণ!

শব্দার্থ ও টীকা

ব্যঙ্গমিশ্রিত = উপহাস বা বিদ্রূপ মেশানো।
গত হয়েছেন = মারা গেছেন।
অস্ফুট = অনুচ্চ।
গুঞ্জন = গুনগুন শব্দ।
ভাবলেশশূন্য = উদাসীন, নির্বিকার।
প্রবীণা = বৃদ্ধা, বয়স্কা।
করণীয় = করা দরকার।

অজান্তে = অজ্ঞাতসারে, অজানা অবস্থায়।
প্রাচিত্তির = প্রায়শ্চিত্ত-এর গ্রাম্য রূপ। অর্থ, কোনো অন্যায় কাজ করার জন্য শাস্তি গ্রহণ।
অনাচার = শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ।
দুর্মতি = দুষ্ট বুদ্ধি, খারাপ ইচ্ছা।
বিচক্ষণ = অভিজ্ঞ, দূরদর্শী।
জীবনভর = সারা জীবন ধরে।
শোকতাপ = প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত কারণ বা দুঃখ।
কর্মফল = কাজ করার ফল বা পরিণতি; কৃতকর্মের ফল যা জন্মান্তরেও ভোগ্য বলে অনেকের বিশ্বাস।
ভিটেয় = (ভিত্তি > ভিটা/ভিটে) বাস্তু, যে জমি বা ভূমিতে বাসগৃহ নির্মিত হয়।
অসদ্‌গতি = স্বর্গলাভ বা মুক্তি না হওয়া।
নারায়ণ = এখানে 'নারায়ণ' শব্দটির দুবার করে করে পাপ কাটানো।

22.3.9 (9)

ভট্‌চাজ্‌ও 'নারায়ণ নারায়ণ' করতে করতে এলেন। শুনে এসেছেন তো সব।

তিনি বিধান দিলেন, যেহেতু গিরীনঠাকুরদা শ্বশুর, সেই হেতু তাঁর শেষকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবধূর বৈধব্যসাজ গ্রহণ দৃষ্টিকটু। অতএব মৃতদেহ বার করার আগেই সুভাষ-কাকিমার শেষকৃত্য করে দেওয়া হোক।

সুভাষ-কাকিমা বললেন—আমার সঙ্গে কি আপনারা কেউ যাবেন পিসিমা? না, আমি একা গেলে চলবে?

সত্যপিসি গম্ভীর বদনে বললেন—তোমার অবিশ্যি কোনো সাহায্যের দরকার নেই দেখছি, তবে আমার তো একটা কর্তব্য আছে? সেই আঠারো বছর বয়েস থেকে এই কাজে চুল পাকালাম। ... নাও চলো। ... থাক থাক গামছা কাপড় কিছু নেবার দরকার নেই। নাও দীনেশ, তোমরা ততক্ষণ ইদিক্‌কের গোছগাছ করো।

এত বড়ো একটা কাণ্ডে সুভাষ-কাকিমা তাঁকে কাঁদবার কোনো সুযোগই দিলেন না দেখে বোধহয় চটে গেলেন সত্যপিসি।

এ সব হল সকালের কথা। রবিবার বলেই আমি ছিলাম।

এখন বাড়ির বিপরীত মুখে চলতে চলতে—কোনো আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে কে জানে— গেলাম গিরীনঠাকুরদারই বাড়িতে। রাত হয়ে গেছে। সে কথা আগে খেয়াল হয়নি, খেয়াল হল সুভাষ-কাকিমার দরজায় এসে।

ইতস্তত করে চলেই আসছিলাম, হঠাৎ দেখলাম পঞ্চা কলুর ছোটো মেয়েটা বেরিয়ে এসে বলল—দাদাবাবু এসে ফিরে যাচ্ছেন যে? কাকিমা শুধালো কিছু দরকার আছে?

বললাম — না, এমনি দেখতে এসেছিলাম। তুই এখানে রাত্তিরে থাকবি বুঝি?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, মা পেইঠে দেল। বললে—''বুড়ো তো ম'ল, বামুনদিদি একা থাকবে? নন্দী, তুই যা আত্তিরটুকু থাকগে!"

—পাড়ার আর কেউ নেই?

—না তো!

22.3.10 (10)

কথার মাঝখানে সুভাষ-কাকিমা বেরিয়ে এলেন। জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় সাজসজ্জার পরিবর্তন বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না তাই রক্ষে।

সুভাষ-কাকিমা আমার চাইতে বয়সে বড়ো নয়, নিজের কাকিও নয়, তাই প্রণাম কখনও করিনি, অতএব ''ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম!

বললেন—মনোতোষ না? এমন সময় এদিকে?

—ভাবলাম আপনার একটা খবর—

—এসেছো ভালোই হয়েছে ভাই—বলেই থামলেন, সামান্য একটু হেসে বললেন— 'ভাই' বলেই বলছি কিছু মনে কোরো না, 'বাবা বাছা' করে বলতে পারি না। বলছি—গ্রামে আর কাউকে বলতে পারিনি, তোমায় বলছি—তোমার কাকার তো পারলৌকিক কাজের কিছুই হয়নি, এতদিন পরে কিছু হয় কিনা, কিংবা কী হয়,

শব্দার্থ ও টীকা

বিধান = ব্যবস্থা।
বৈধব্যসাজ = স্বামী মারা গেলে হিন্দু নারীকে সধবার বেশ পরিবর্তন করে সাদা থান ইত্যাদি পরতে হয়।
দৃষ্টিকটু = দেখতে খারাপ লাগে।
গম্ভীর = ধীর, অচঞ্চল, আভিজাত্যপূর্ণ।
বদন = মুখমণ্ডল।
কর্তব্য = অবশ্যকরণীয়।
ইদিক্‌কের = এইদিকের।
কাণ্ড = ঘটনা।
ইতস্তত = এদিক-ওদিক।
কলু = তেলের কারবারি।
শুধালো = জিজ্ঞাসা করল।
বামুনদিদি = 'ব্রাহ্মণ'এর কথ্য রূপ। ব্রাহ্মণের কন্যা, 'দিদি' সম্পর্কে ব্যবহার।
আত্তিরটুকু = রাতপর্যন্ত, 'রাত্তির' গ্রাম্য নিরক্ষর মানুষ তারই বিকৃত উচ্চারণে এ শব্দ বলে। রাতের সময় ধরে।

জ্যোৎস্না = জোছনা, চন্দ্রালোক।
সাজসজ্জা = বেশভূষা।
'ন যযৌ ন তস্থৌ' = যেতেও না পারা, থাকতেও না পারা, একেবারে হতবুদ্ধি হওয়া।
বাবা বাছা = আদর করে কাজ করিয়ে নেবার জন্য সম্বোধন।
পারলৌকিক = পরলোক (মৃত্যুর পরে) সম্বন্ধীয়।

তোমাদের কলকাতার কালীঘাটের কোনো পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করতে পারো?

বললাম—আচ্ছা!

—আর শোনো, ওই সঙ্গে আমার কোনো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যদি দেন।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরেই বললাম—কেন? আপনার আবার প্রায়শ্চিত্ত কীসের?

—মস্ত একটা পাপ তো করলাম এতদিন ধরে? বিধবা হয়ে জেনে শুনে সে খবর চেপে রেখে সধবার আচরণ করা! হিন্দু ধর্ম কি এতটা অনাচারের ভার সইতে পারবে?

আমি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলাম—'পাপ' বলে নিজে স্বীকার করেন আপনি?

—করেছি বইকি ভাই, হাজার হোক হিন্দুরই মেয়ে তো? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের লোভটাও মস্ত হয়ে উঠেছিল। ভাবলাম বুড়ো মানুষকে এই শেষ জীবনে আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিই কেন? ওঁকে পুত্রশোকের হাত থেকে রক্ষা করতে তো আমিই পারি? দেখি না ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে। তাই রাবণ রাজার মতো নিজের মৃত্যুবাণ প্রাণপণ যত্নে লুকিয়ে রাখলাম।

রাগ করে বললাম—তা যথাসময়ে তো আবার নিজে হাতেই বার করে দিয়েছেন। এতদিনের যন্ত্রণার কথা থাক, আজকের লাঞ্ছনাতেও কি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?

শব্দার্থ ও টীকা

পণ্ডিত = জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ।
ব্যবস্থা = বিধি, পালনীয় নিয়ম।
ক্রুদ্ধ স্বরে = রাগত কণ্ঠে, রেগে।
ভার = চাপ, ওজন।
স্বীকার = মেনে নেওয়া, কবুল।
পুণ্য = ভালো কাজের ফল।
মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা = এটি একটি প্রবাদ। লোকমুখের প্রচলিত কথা। অর্থ- আঘাতের ওপরে আরও আঘাত দেওয়া।
মৃত্যুবাণ = যে তিরে বিদ্ধ হলে মৃত্যু অনিবার্য, এখানে চরম শাস্তি।
লাঞ্ছনা = নির্যাতন।

22.3.11 (11)

সুভাষ-কাকিমা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—কী জানি বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে একটা কিছু শাস্তিই হোক! খুব কঠিন শাস্তি! এতদিন ধরে হেসে গল্প করে সহজ হয়ে বেড়ানোর জন্যে ভয়ংকর কোনো শাস্তি! ... অজান্তে সাপের বিষ খেলে দোষ হয় না জানি, কিন্তু জেনে বুঝে সে বিষ হজম করলে? তার জন্য শক্ত বিধান শাস্ত্রে নেই?

উত্তর জোগাচ্ছিল না। হঠাৎ বারো বছরের 'নন্দী' চৈতন্য করিয়ে দিল—দাদাবাবু এবার ঘরে যাও। গাঁ ঘরের নোক তো ভালো নয়। কোথায় আনাচকানাচ দে' দেখবে আর কুচ্ছো রটাবে। 'আত' হয়েছে তো!

কথাটা বড়ো নিদারুণ সত্যি!

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেও এক কথায় উলটো মুখ ধরতে পারাও শক্ত। তাই বললাম — একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করব কাকিমা, গিরীনঠাকুরদা আপনার সঙ্গে যা ব্যবহার করতেন, সে তো কারুর অবিদিত নেই? অথচ তার জন্যে —

—এটা কী একটা কথা হল মনোতোষ—কাকিমা হেসে ফেললেন—উনি রাগের মাথায় যখন তখন আমার মাথা লক্ষ করে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন বলে আমি জেনে বুঝে ওর মাথায় লাঠি বসনোর ভারটা নেব?

— কিন্তু লোকে কি এর মর্ম বুঝল?

— লোকের বোঝাটাই তো শেষ কথা নয় ভাই!

ভয়ংকর = ভীষণ, মারাত্মক।
বিধান = বিধি, ব্যবস্থা, শাস্ত্রবিহিত নিয়ম।
শাস্ত্র = অনুশাসন, বিধিবিষয়ক গ্রন্থ। (বেদ, স্মৃতি, দর্শণ, পুরাণ ইত্যাদি)।
জোগাচ্ছিল = জোগান দিচ্ছিল, সরবরাহ করছিল।
চৈতন্য = চেতনা, এখানে মনে করিয়ে দেওয়া।
গাঁ = 'গ্রাম'-র কথ্য প্রয়োগ।
নোক = 'লোক'-এর গ্রাম্য উচ্চারণ।
আনাচ-কানাচ = এখানে-সেখানে, গলি-ঘুঁজি।
কুচ্ছো = কুৎসা, নিন্দা.
আত = 'রাত'-এর গ্রাম্য বিকৃত উচ্চারণ।
নিদারুণ = অত্যন্ত কঠিন।
অবিদিত = অজানা।
মর্ম = গূঢ় অর্থ।

— আচ্ছা আর একটি শেষ কথা—কিছুতেই এ সন্দেহকে দূর করতে পারছি না। ভাবছি কী করে পারলেন?

সুভাষ-কাকিমা এবারেও একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারি না মনোতোষ—কী করে পারলাম?

টীকা ঃ

'ন যযৌ ন তস্থৌ' = অংশটি মহকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে নেওয়া। উমা বা পার্বতী দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্যে কঠোর তপস্যা করেন। এমনকি অন্নজল ত্যাগ করে কেবলমাত্র যে গাছের তলায় তপস্যা করেন তার পাতার রসটুকু পর্যন্ত পান করা বন্ধ করলেন। তাই তাঁর নাম হল 'অপর্ণা'। নিজের চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে সারাদিন জ্বলন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট শিব তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে এসে উমার সামনে শিবের নিন্দে করতে লাগলেন। সহ্য করতে না পেরে তিনি যখন চলে যেতে চাইলেন, তখন দেবাদিদেব স্বমূর্তিতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই মুহূর্তে উমা লজ্জায় কাঁপতে লাগলেন। এমন অবস্থা হল যে যেতেও পারছেন না, পেছনেও ফিরতে পারছেন না। এই অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই কবির এ কথার উল্লেখ।

22.4 বিষয়ের রূপরেখা

22.4.1 সুভাষ-কাকিমার নামে . . . . নইলে মরেই তো ছিলেন।

বক্তব্যসার:

গল্পটির কথক মনোতোষের মুখ থেকে জানা যাচ্ছে যে সুভাষ-কাকিমা (সুভাষ নামে কোনো ব্যক্তিকে 'কাকা' বলত বলে তার স্ত্রী কাকিমা, সেই হিসেবে ভদ্রমহিলাকে এ নামেই ডেকেছে মনোতোষ) নামে গ্রামের এক মহিলা সমাজের অনুমোদন নেই এমন কোনো কাজ করেছেন। সেটি এককথায় অনাচার। তাঁর সেই আচরণের জন্য নারী-পুরুষ সকলেই সমালোচনায় মুখর, চারদিকে ধিক্কার। ঘটনাটি প্রকাশিত হল তাঁর শ্বশুর এবং মনোতোষের ঠাকুরদা গিরীনের মড়া উঠোনে নিয়ে আসার পর। এমন কি মনোতোষের মা, কাকিমা ও পিসিমার প্রতিক্রিয়াও একইরকম। সকলেই সুভাষ-কাকিমার বিরুদ্ধে।

মন্তব্য:

গ্রামের সামাজিক পরিবেশ সাধারণত এমনই স্পর্শকাতর যে যে-কোনো পরিবারে ঘটে যাওয়া ছোটো একটা ঘটনার মধ্যে যদি কিছুমাত্র সমাজ-অনুমোদিত নয় এমন কাজের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহলে সমস্ত গ্রামেই সাড়া পড়ে যায়, তারা জেগে ওঠে এবং প্রতিরোধ (কথায় ও কাজে) গড়ে তোলে। এমন কি ঘটনার সত্যাসত্য বিচার না করেই তা করেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে নিন্দের ইঁটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 22.1

1. কার নামে ছিছিকার পড়ে গেল?
2. পিসিমার কথায় গিরীনখুড়োর হাড় ক'খানা কখন জুড়োল?
3. কথকের মা-কাকিমা মৃত্যুবাড়ি থেকে ফিরে এসে স্নান না করে কী করেছেন?
4. শূন্যস্থান পূরণ করুন : (বন্ধনী থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে)
   (ক) কোনো মানুষের পক্ষেই কি _____ ? (অসম্ভব/ সম্ভব)
   (খ) আহা, আজন্ম _____। (সুখী/ দুঃখী)
   (গ) রোগে-শোকে _____ দেহখানা টিকে ছিল (জরজর/ জ্বরজ্বর)
   (ঘ) পিসিমা একেবারে _____ থেকে ডুব দিয়ে ফিরলেন। (নদী থেকে/ ঘাট থেকে)

22.4.2 আলনা থেকে শুকনো . . . . সুভাষ মনের ঘেন্নায় চলে গেছল।

বক্তব্যসার:

গল্পের কথক মনোতোষের কথায় তার পিসিমা স্নানশেষে মটকার থান পরে যখন থানের আঁচল দিয়েই তাঁর ন্যাড়া মাথা মুছছিলেন, তার মা আবার সুভাষ-কাকিমার নিন্দেয় মুখর হয়ে উঠলেন — তিনি সারা জন্মেও একথা শোনেননি বলতে পিসিমা বললেন যে সারা পৃথিবীতেই একথা অভিনব। তার কাকিমা অবাক এই ভেবে যে এমন অবাক করা সংবাদটা সুভাষ-কাকিমা ছ-সাত মাস চেপে রাখল কীভাবে! তার মা বললেন যে পাষাণী বুক না হলে এমন সম্ভব নয়। এরপর পিসিমা সুভাষ-কাকিমার চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করলেন, কুৎসিত ইঙ্গিতও করলেন।

মন্তব্য:

মৃত্যুবাড়ি থেকে ফিরে এসে সুভাষ-কাকিমার সমালোচনায় মেতে উঠলেন সকলে — কথকের মা, পিসিমা কাকিমা। এঁদের বক্তব্য, ছ-সাত মাস ধরে অমন একটা মারাত্মক খবর কী করে চেপে রাখলেন সুভাষ-কাকিমা, সেটাই অবাক করার বিষয়। অবশ্য সে-খবর এখনও প্রকাশিত হয়নি। সুভাষ-কাকা ও কাকিমার মধ্যে খুব কাছের সম্পর্ক থাকায় এঁরা ঈর্ষা কাতর। অথচ সুভাষ-কাকার উধাও হবার পেছনে দায়ী করছেন সুভাষ-কাকিমাকে। এঁদের অনুমান সুভাষ-কাকিমার চরিত্রের কোনো দোষের জন্যই কাকা চলে গেছেন। গ্রাম্য সমাজ এমনই!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.2

1. ''মানুষজন্ম হয়ে পর্যন্ত এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি ঠাকুরঝি।" —
   (ক) কে বলেছেন?

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) কাকে বলেছেন?

(গ) 'মানুষজন্ম' বলতে কী বলা হয়েছে?

(ঘ) 'সর্বনেশে কথা'টি কী বলতে পারেন?

2. ঠিক উত্তরটিতে (✓) টিক চিহ্ন দিন :

''ওগো কার ভেতরে কী থাকে, সে সুধু সময় এলেই ধরা পড়ে।'' —

(i) কথাটি বলা হয়েছে পিসিমা সম্পর্কে — ☐

(ii) সুভাষ-কাকিমার সম্বন্ধে এ উক্তি — ☐

(iii) পিসিমাকে উদ্দেশ করে একথা বলা হয়েছে — ☐

(iv) উক্তিটি বক্তার মা'র সম্পর্কে বলা হয়েছে — ☐

3. বাঁদিকের মন্তব্যের বা বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ডানদিকের ঠিক বক্তাটির/উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা শূন্যস্থানে লিখুন :

(ক) ন্যাড়া মাথাটা ঘসে ঘসে মুছতে লাগলেন _____ কাকিমা।

(খ) তুমি তো সেদিনের মেয়ে বউ _____ মা।

(গ) আমি শুধু ভাবছি — পারল কী করে? _____ পিসিমা।

(ঘ) পাষাণ তার বুক _____ পিসিমা।

22.4.3 জানি এ সমালোচনার আগুন . . . . বাধ্য হয়ে এগিয়ে গেলাম।

বক্তব্যসার:

গল্প কথকের কথায় জানা যাচ্ছে যে, যে সমালোচনা আর ধিক্কারের ঢেউ উঠেছে, কাজের তাগিদ ছাড়া কারুর সুভাষ-কাকিমার বাড়ি থেকে চলে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেদিন রবিবার। বক্তার কলকাতায় ফেরার কথা। কিন্তু সারাদিন ধরে সুভাষ-কাকিমার বিষয়ে যা শোনা যাচ্ছে তাতে গ্রামের সমাজপতিরা কোন্ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন সে ভাবছে। কী জাতীয় অপরাধ তিনি করেছেন অর্থাৎ কুলধর্ম নষ্ট করা বা অনাচার করা, বুঝে উঠতে পারছে না। এমনকি তার বাড়ি ফেরার পথে দীনেশ রায়ের বৈঠকখানাতেও একই আলোচনা। বেশ কয়েকটি নিবুনিবু হ্যারিকেনের আলোয় উপস্থিত লোকেদের শনাক্ত করা যাচ্ছে না। শুক্লপক্ষের রাত, আলাদা আলোর কোনো দরকার নেই। কিন্তু যেহেতু গ্রামে একটা মৃত্যু ঘটেছে, একটু আলোর ছোঁয়া থাকা ভালো, কেননা মৃত্যুর পর তার আত্মার ঘোরাফেরা, আগুন সামলে দেবে — এই সংস্কার। দীনেশ রায় ওই অন্ধকারের মধ্যে মনোতোষকে চিনে নাম ধরে ডাকতেই বক্তা দাঁড়িয়ে পড়ল।

মন্তব্য:

কথকের (মনোতোষের) সেদিন কলকাতায় ফেরার কথা থাকলেও সুভাষ-কাকিমা সম্বন্ধে নিন্দে শুনতে শুনতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। গেল না। সে ভাবছে, সামান্য সমাজবিরুদ্ধ কাজেই চরম শাস্তির বিধান দেয় সমাজ। আর এই ঘোর অন্যায় কাজের জন্য সুভাষকাকিমাকে না জানি কি প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে। কিন্তু অপরাধের আসল পরিচয় প্রকাশ না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তের বিধানও দেওয়া হয়নি। দীনেশ রায়ের বৈঠকখানায়

শব্দার্থ ও টীকা

নিবুনিবু লণ্ঠনের আলোয় মনোতোষ দেখল গ্রামের মাথারাও জটলা করছেন। পূর্ণিমার আলোর দরকার না থাকলেও একটা মৃত্যু ঘটে যাবার জন্যে একটু আলোর ছোঁয়া দরকার। কেননা অন্ধ সংস্কার, মৃত আত্মা যে ঘুরে বেড়ায়!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.3

1. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

''জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না।'' — এখানে 'নিভবে না' কথার অর্থ হল —

(ক) নির্বাপিত হবে না — ☐

(খ) বন্ধ হবে না — ☐

(গ) দাউ দাউ করে জ্বলবে — ☐

(ঘ) চলতে থাকবে না — ☐

2. ঠিক শব্দে শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় _____ কথা। (আসার/ ফেরার/ থাকার)।

(খ) আলোচনার বস্তু পেলে এরা _____ তার সদ্ব্যবহার না করে ছাড়ে না। (আগাগোড়া/ পুরোপুরি/ আষ্টেপৃষ্ঠে)।

(গ) না কি _____ নষ্ট করেছেন? (কুলধর্ম/ বংশের মর্যাদা/ স্বামীর সম্মান।)

(ঘ) গ্রামের লোকের অন্ধকারে চোখে _____ জ্বলে। (আলো/ মানিক/ আগুন)

3. একটি করে বাক্যে প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

''সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোনো আলোচনা কখনও হয়নি।''

(ক) কার অপরাধ?

(খ) কারা আলোচনা করছিলেন?

(গ) প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে তখনও আলোচনা হয়নি কেন?

22.4.4 দীনেশ রায় বললেন . . . . বিনীতভাবে বললাম — আজ্ঞে না।

বক্তব্যসার:

কথক (মনোতোষ) অমন দিনে লণ্ঠন নিয়ে না বেরোনোর জন্যে দীনেশ রায় অবাক এবং ওই গ্রামেরই সুরেনদা বলে জনৈকের সঙ্গে যাবার জন্যে বললে মনোতোষ দরকার নেই বলে। কিন্তু গ্রামের মাথা হিসেবে দীনেশ অমন প্রিয়জনকে আলোহীনভাবে ছাড়েন কী করে? দীনেশবাবুর আরও জিজ্ঞাসার উত্তরে ভালো না লাগার কথা বললে আগ বাড়িয়ে মনোতোষের মনোবেদনার কারণ হিসেবে সুভাষ-কাকিমার কীর্তিকলাপকে (যা এখনও প্রকাশিত হয়নি) দায়ী করলেন। কলকাতায়ও এমন ঘটনা দেখার সুযোগ মনোতোষের হয়েছে কিনা জানতে চাইলে সে সবিনয়ে না দেখার কথাই বলল।

শব্দার্থ ও টীকা

মন্তব্য:

কথক মনোতোষ কুসংস্কারমুক্ত। দীনেশ রায় অমন মৃত্যুর দিনে লণ্ঠন না নিয়ে বের হবার জন্যে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। মনোতোষ মৃত্যুর পরে আত্মার থাকার বিষয়ে বিশ্বাস করে না। তবুও দীনেশ তাকে সুরেনদার সঙ্গে যেতে বলেন। মনোতোষের কলকাতায় না যাবার কারণ হিসেবে সুভাষ-কাকিমার অপকর্মকেই দায়ী করলেন দীনেশ রায়।

পাঠগত প্রশ্ন : 22.4

1. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লিখুন :

''আজকের দিনে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজি?' — এখানে 'আজকের দিন' বলতে বোঝাচ্ছে —

(i) যে দিনে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল
(ii) গিরীন খুড়োর মৃত্যুদিন
(iii) এক গভীর অন্ধকার রাত
(iv) গ্রামের মানুষের চোখে সুভাষ-কাকিমার অনাচার ধরা পড়ার দিন

2. একটি বাক্যে বা বাক্যাংশে উত্তর লিখুন :

''দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন — হুঁ!''

(ক) দীনেশ রায় কে?
(খ) তিনি কাকে বললেন?
(গ) 'উচ্চাঙ্গের হাসি' কথাটিতে কী ভাব প্রকাশ পাচ্ছে?
(ঘ) দীনেশ রায়ের এ-হাসি কোন্ বিশেষ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে?

3. এক একটি বাক্য ভেঙে নীচের লাইনের দুপাশে এলোমেলো ভাবে রয়েছে। আলাদা আলাদা টুকরো জুড়ে বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন। বাঁদিকের বাক্সে ডানদিকের সঠিক সংখ্যাটি বসান। একটি নমুনা দেওয়া হল।

(ক) আজকের দিনে ☐	(i) তোমার দরকার নেই।
(খ) দীনেশ রায় উদার কণ্ঠে বলে উঠলেন ☐	(ii) একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজি?
(গ) দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন ☐	(iii) এমনি গেলাম না আজ, ভালো লাগল না।
(ঘ) বললাম ☐	(iv) হুঁ: ! ভালো আর লাগবে কোথা থেকে?

শব্দার্থ ও টীকা

22.4.5 সুরেন সরকার গলা ঝেড়ে বললেন . . . .জানে কী

বক্তব্যসার:

সুরেন সরকারের বক্তব্য, সুভাষ-কাকিমা শ্বশুরকে ছেলের মৃত্যু সংবাদ জানালে তিনি মনে আঘাত পাবেন, এ অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। এরপর দীনেশ রায় সুভাষ-কাকিমাকে অসৎ বলে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, একথা প্রচার হলে সধবার বেশ পরা এবং মাছ খাওয়া শেষ হয়ে যেত। একথা শুনে মনোতোষ মাথায় যন্ত্রণা অনুভব করল এবং চলে যেতে চাইল। এতে দীনেশ রায় তাকে তার পৈতে আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন এবং ব্যঙ্গ করে বললেন যেহেতু সে কলকাতায় থাকে ফ্যাশন করে হয়তো পৈতে নাও রাখতে পারে। সেদিনের রাতে ওটা খুবই জরুরি, কেননা গিরীন খুড়োর মৃত আত্মা তিনদিন তিনরাত নিজের জায়গায় ঘুরে বেড়াবে। পৈতে থাকলে নিরাপদ, বিশেষ গাছতলা দিয়ে যাবার সময়ে। এতে মনোতোষ অনুমান করছে গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও তাহলে ওইসব আলোচনা শুনে হয়তো পুত্রবধূর লাঞ্ছনায় খুশি অথবা এতদিন সধবা হিসেবে থাকার জন্যে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

মন্তব্য :

সুভাষ-কাকিমা যে বুড়ো শ্বশুরের মনে কষ্ট লাগবে বলে খবরটা (সুভাষ-কাকার মৃত্যুর পরে যা প্রকাশ পেয়েছে) চেপে রেখেছেন, তা দীনেশ রায় - সুরেন সরকাররা বিশ্বাস করেন না। সুভাষ-কাকিমাকে অসতী বলে ইঙ্গিত করলেন তাঁরা। আর, সধবার খাওয়া-পরার সুবিধে হারাবেন তিনি। খবরটা না দেবার এও একটা কারণ এটিও বললেন।

মনোতোষের পৈতে থাকা সম্বন্ধেও ব্যঙ্গ করলেন দীনেশ রায়। পৈতে থাকলে নাকি মৃত আত্মা ছুঁতে পারে না। আত্মা যদি সত্যিই থাকে তাহলে কি গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও আছে? তিনি হয় সুভাষ-কাকিমার নিন্দে-মন্দয় যোগ দিচ্ছেন অথবা তাঁর কাজের জন্য অভিশাপ দিচ্ছেন। মনোতোষের এই অভিমত এমন অন্ধ বিশ্বাসের কোনো ভিত্তিই নেই।

পাঠগত প্রশ্ন : 22.5

1. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

''সাফাই শুনলে তো''

(i) কে বলেছেন?

(ii) কাকে উদ্দেশ করে?

(iii) এখানে 'সাফাই' শব্দের অর্থ কী?

(iv) যার সাফাইয়ের কথা বলা হয়েছে, সে সাফাইটি কী?

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

''মাছ খাওয়া, শাড়ি পরা ঘুচে যেত।'' — কার কথা বলা হয়েছে?

(ক) কাকিমা — ☐

(খ) মা — ☐

(গ) সুভাষ-কাকিমা — ☐

(ঘ) পিসিমা — ☐

3. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি বসান :

(ক) বলি _____ গলায় আছে তো? (লণ্ঠন/রামনাম/পৈতে গাছটা)

(খ) মৃত আত্মা তিন দিন তিন রাত _____ ছেড়ে নড়তে চায় না, (বাড়ি/ জায়গা/ গাছ)

(গ) আবার বাড়ির _____ ঘুরলাম। (সামনের দিকে/ পেছনের দিকে/ বিপরীত দিকে)

(ঘ) গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও নিশ্চয় _____ কোথাও ঘুরছে। (চারিদিকে/ কাছে-পিঠে/ সঙ্গে সঙ্গে)

(ঙ) বৃদ্ধদের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে _____ দিতে চাইছে? (আশীর্বাদ/ গালাগলি/ অভিশাপ)

22.4.6 সুভাষ-কাকিমার প্রতি খুব বেশি স্নেহভার . . .তার ব্যবস্থাও দেবেন।

বক্তব্যসার:

সুভাষ-কাকিমার প্রতি তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের খুব যে স্নেহ ছিল তা কখনও দেখা দেয়নি বিশেষ করে সুভাষ সিনেমার হুজুগে বম্বে চলে যাবার পর। এর জন্য তাঁর পুত্রবধূকেই দায়ী করেন। তাঁকে কোনো দোষ দেওয়াও যায়না একারণে যে তাঁর ছ'টি সন্তানের শেষ জীবিত সন্তান হল সুভাষ। ফলে শ্বশুর আর পুত্রবধূর সংসারে বধূর ওপরে নির্যাতন হলেও দেখার কেউ নেই। সুভাষের চিঠি আর টাকা দুই-ই পাঠানো বন্ধ হল। পুত্রবধূ এমনকি নিজের অবশিষ্ট সামান্য সোনাদানা বিক্রি করেও সংসার চালাত, কিন্তু সমাজের নিন্দার শেষ নেই। কেননা ওই দৈন্যের মধ্যেও সুভাষ-কাকিমার সহজ স্বাভাবিক আচরণ আর হাসি ওদের কাছে অসহ্য। ঘটনা চরম অবস্থায় পৌঁছোল যখন গিরীন ঠাকুরদার মৃতদেহের সামনে হাজির অজস্র মানুষের মধ্যে গণ্যমান্য সমাজপতিদের সামনে খামের একটা চিঠি ফেলে দিলেন তিনি আর সেটি পড়ে তাঁর কর্তব্যের আদেশ প্রার্থনা করলেন। এমনকি প্রায়শ্চিত্তও করতে চাইলেন।

মন্তব্য:

সিনেমা-পাগল সুভাষকাকা বম্বে গেলেন। ছ-সাত মাস তাঁর কোনো খোঁজ নেই। শ্বশুর গিরীনঠাকুরদা সেই থেকে সুভাষ-কাকিমার ওপর শারীরিক এবং মানসিক দু-রকম অত্যাচারই করতেন। দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে। সুভাষ যে ছ'জনের মধ্যে শেষ সন্তান! সুভাষের টাকা পাঠানো বন্ধ। খুব খারাপ অবস্থা। শেষ সম্বল দিয়ে এতদিন চালিয়েছেন সুভাষ-কাকিমা কোনোভাবে। মেয়েমানুষের এমন নিজের জোরে দাঁড়ানো সহ্য করে না গ্রামের মানুষ। গিরীনঠাকুরদার মৃতদেহ শোয়ানো। বাড়িতে গ্রামের লোকের ভিড়। এমন সময় সুভাষ-কাকিমা এতদিনের লুকোনো খবর প্রকাশ করলেন। একটা চিঠি গ্রামের মাথাদের সামনে ফেলে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ

শব্দার্থ ও টীকা

চাইলেন। কী প্রচণ্ড মনের শক্তিতেই না এটা করলেন!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.6

1. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

''অবিশ্যি দোষ দেওয়াও যায় না।''

(ক) কার সম্বন্ধে এ কথাগুলি বলা হয়েছে?

(খ) কী কারণে তাঁর উপর দোষ দেওয়ার প্রশ্ন দেখা দিল?

(গ) তাঁকে দোষ না দিতে বলার কারণ কী?

2. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

''. . . বাটিটা বে-আন্দাজি ছুঁড়ে মেরে বউ-এর কপাল ফাটান।'' 'বে-আন্দাজি' কথার অর্থ হল—

(i) খেয়ালহীনভাবে — ☐

(ii) আন্দাজের সঙ্গে — ☐

(iii) লক্ষ্যহীন ভাবে — ☐

(iv) অনুমানের ওপর নির্ভর করে — ☐

3. বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিক থেকে মিলিয়ে ঠিক বাক্সে ব্যক্তির চিহ্নটি দিন :

(ক)	খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন — ☐	(i)	সুভাষ-কাকিমা
(খ)	কী করে প্রসন্ন থাকতে পারেন? — ☐	(ii)	সুভাষ-কাকিমা
(গ)	কুহকিনীর কুহকজালে আটকা পড়ে গেছেন — ☐	(iii)	গিরীন ঠাকুরদা
(ঘ)	এই নিন, এ চিঠি পড়ুন — ☐	(iv)	গিরীন ঠাকুরদা

22.4.7 একপাশে দাঁড়িয়ে আমিও . . . করণীয় কাজ তাহলে কী হবে?

বক্তব্যসার:

চিঠির রহস্য (গিরীন ঠাকুরদার লুকোনো টাকাকড়ি সম্বন্ধে) জানবার জন্যে প্রচণ্ড কৌতূহলী। সকলে ঝুঁকে পড়েছে চিঠির ওপর। অবশেষে চিঠির পাঠক সতীশ কুণ্ডু ঘোষণা করলেন যে সুভাষ ছ-সাত মাস আগেই মারা গেছে। সে সংবাদ পাওয়া গেল ওরই এক বন্ধুর পাঠানো এ চিঠিতেই। বউমা এতদিন যে এ সংবাদ গোপন রেখেছেন তার কারণ কেউই খুঁজে পাচ্ছেন না। বিশেষ করে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ কি কোনো স্ত্রী লুকিয়ে রাখতে পারে? প্রবীণরা অবাক আর সুভাষ-কাকিমা অসুস্থ শ্বশুরের জমা ব্যবহৃত জিনিসপত্র এক জায়গায় করতে লাগলেন। একজন মহিলা বউমার পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে সতীশকেই জিজ্ঞেস করলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

মন্তব্য:

সতীশ কুণ্ডু চিঠি পড়ে আসল খবর প্রকাশ করলেন — সুভাষ ছ-সাত মাস আগেই মারা গেছে। তার বন্ধু এ খবর দিয়েছে। আর বউমা অর্থাৎ সুভাষ-কাকিমা এমন সাঙ্ঘাতিক খবর এতদিন চেপে রেখেছে। এই খবরই সকলকে অবাক করল। সকলে সুভাষ-কাকিমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে লাগল। গ্রামের সমাজ কুসংস্কারে অন্ধ। তিনি কেন একাজ করলেন তার বিচার করলেন না গ্রামের মাথারা। তিনি এতদিন সধবা ছিলেন এটিই তার প্রধান অপরাধ। হায়রে গ্রামের হিন্দু সমাজ!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.7

1. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

"এ কি চিঠি, না জ্বলন্ত আঙরা?"

(i) কোন চিঠি?

(ii) চিঠিটি কে পড়লেন?

(iii) চিঠির মূল বক্তব্য কী ছিল?

(iv) 'জ্বলন্ত আঙরা' কথার অর্থ কী?

2. "প্রবীণারা চোখ গোল করে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন," প্রবীণদের কী অবস্থা হল? ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) অবাক হলেন — ☐

(খ) কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না (হতবুদ্ধি হলেন) — ☐

(গ) আশ্চর্য হলেন — ☐

(ঘ) মজার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলেন — ☐

3. বাঁদিকে ব্যক্তি এবং ডানদিকে ব্যক্তির আচরণের উল্লেখ রয়েছে এলোমেলো ভাবে। মিলিয়ে ডানদিকের ঠিক সংখ্যাটি বাঁদিকের বাক্সে বসান :

(ক) প্রবীণেরা — ☐ (i) এযাবৎ সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন।

(খ) লোকে — ☐ (ii) ক্ষোভ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি মুখে ফুটিয়ে . . .

(গ) সতীশ কুণ্ডু — ☐ (iii) সকৌতূহলে চিঠি কুড়িয়ে নিলেন।

(ঘ) বউমা — ☐ (iv) বাক্যার্থের দিকে কান দেয়নি।

22.4.8 সতীশ কুণ্ডু বললেন . . . . নারায়ণ নারায়ণ।

বক্তব্যসার:

রহস্যের আবিষ্কার হল। বউমা (সুভাষ-কাকিমা) ছ-সাত মাস বিধবা হয়েও সধবার আচরণ করেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

সতীশ কুণ্ডু বউমার পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে সত্যদি বলে এক ভদ্রমহিলা বউমার শাঁখা ভাঙা, সিঁদুর মোছার দায়িত্ব নিলেও ওই অনাচারের জন্য প্রায়শ্চিত্তের দরকার বললেন। শ্বশুরমশাই সারাজীবন বহু শোক পেয়েছেন স্ত্রী সন্তানদের হারিয়ে। শেষ সময়ে আর দুঃখ দিতে চাননি। একারণেই খবরটা বিশ্বাস করেও চেপে রেখেছিলেন। ক্ষুণ্ণ হয়ে সত্যপিসি বললেন যে বউমা শ্বশুরের ভালো দেখতে গিয়ে অনাচার আর তাঁর শ্বশুরের আত্মার অসদ্‌গতির ব্যবস্থাই করেছেন। কেননা শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করলে আত্মার মুক্তি নেই!

মন্তব্য:

এ ঘটনা নানা ভাবনা নিয়ে এল বউমার করণীয় সম্বন্ধে। বিধবার করণীয় ছাড়াও এতদিনের চেপে রাখা অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নও দেখা দিল। তাঁর এমন করার কারণ জানতে চাইল সকলে। সুভাষ-কাকিমা সারা জীবন ধরে শোক পাওয়া শ্বশুরকে মরণকালে আর শোক না দেবার জন্যেই এমন করেছেন বললেন। সমাজ এটা মেনে নিল না। তাদের ধারণা, এতে গিরীনঠাকুরদার আত্মার সদ্‌গতি হবে না। অন্ধ বিশ্বাস না হলে সুভাষ-কাকিমার এমন একটা কঠিন কাজকে অন্যায় কাজ ছাড়া কিছু বলতে পারেনা তারা। এইতো সমাজের আসল চেহারা!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.8

1. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

''একটা প্রাচিত্তিরের দরকার তো?'' — কারণ —

(ক) গিরীনঠাকুরদা মারা গিয়েছেন — ☐

(খ) সুভাষ নিরুদ্দেশ হয়েছেন — ☐

(গ) সুভাষ-কাকিমা বিধবা হয়েও সধবার আচরণ করেছেন — ☐

(ঘ) হিন্দুধর্মের রীতি লঙ্ঘন করেছেন সুভাষ-কাকা বম্বে উধাও হয়ে — ☐

2. ''এতে তার আত্মার অসদ্‌গতি হবে না?''

(i) কে বলেছেন?

(ii) কার আত্মা?

(iii) বক্তা তার আত্মার অসদ্‌গতি হবার আশঙ্কা করেছেন কেন?

3. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি বসান :

(ক) এমন _____ তো দেখিনি সত্যদি। (ঘটনা/ মেয়েমানুষ/ কাণ্ড)

(খ) বোধহয় আমার _____ দিয়েছে। (সুমতি/ মন/ দুর্মতিই)

(গ) পাড়ার পাঁচটা _____ লোককে দেখাতে হয়তো ? (গণ্যমান্য/ সম্ভ্রান্ত/ বিচক্ষণ)

(ঘ) যে যার _____ নিয়ে এসেছে, (কর্মফল/ বুদ্ধি/ বিচার)

শব্দার্থ ও টীকা

22.4.9 ভট্‌চাজও 'নারায়ণ নারায়ণ' করতে করতে . . . . — না তো!

বক্তব্যসার:

বিধানদাতা পণ্ডিত ভট্‌চাজ বিধান দিলেন যে শ্বশুর মৃত গিরীনঠাকুরদার সৎকারের আগেই সুভাষ-কাকিমার বিধবা হিসেবে করণীয় কাজ শেষ করতে হবে। একাজে (সধবা থেকে বিধবার বেশ পরিবর্তনের সামাজিক রীতিগত কাজ) দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা সত্যপিসি চললেন তাঁকে নিয়ে। এক সকালের ঘটনা।

সন্ধের দিকে মনোতোষ অজ্ঞাত কোনো কিছুর টানে গিরীনঠাকুরদার বাড়ি পৌঁছেই যখন ফিরে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই পঞ্চা কলুর মেয়েকে দিয়ে সুভাষ-কাকিমা জিজ্ঞেস করে পাঠালেন তার কোনো দরকার আছে কিনা। সেই ছোট্ট মেয়েটার কাছেই মনোতোষ জানতে পারল একলা বাড়িতে সঙ্গ দেবার জন্যে কেবলমাত্র ওই মেয়েটাই রয়েছে, পাড়ার অন্য কেউ নয়!

মন্তব্য:

গিরীনদার সৎকারের আগেই বিধবা হিসেবে সুভাষ-কাকিমার বিধবার কাজ শেষ করতে হবে। এ ব্রাহ্মণ ভট্‌চাজের বিধান। সুভাষ-কাকিমা কারুর সাহায্য না নিয়ে একাই সে কাজ করতে চললেন।

গ্রামের সমস্ত মানুষের মধ্যে একমাত্র মনোতোষই বুঝতে পারে সুভাষ-কাকিমার মনের অবস্থার কথা। সে যে শহরের আধুনিক যুবক! প্রতিবাদ করতে না পারলেও অন্যের আচরণ একেবারেই মানতে পারে না সে। কেন না জানি সে সুভাষ-কাকিমার দরজায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সহানুভূতি থাকলেও গ্রাম্য বাধবাধ ভাব তো রয়েছে!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.9

1. প্রশ্নের উত্তর লিখুন :

"তিনি বিধান দিলেন" —

(i) তিনি কে?

(ii) তিনি কী বলতে বলতে এলেন?

(iii) তিনি কী বিধান দিলেন?

2. বাঁদিকের উল্লিখিত ব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়ে ডানদিকের ঠিক সংখ্যাটি বাক্সে লিখুন :

(ক) সত্যপিসি বললেন — ☐ (i) দাদাবাবু এসে ফিরে যাচ্ছেন যে?

(খ) সুভাষ-কাকিমা বললেন — ☐ (ii) তুই এখানে রাত্তিরে থাকবি বুঝি?

(গ) মনোতোষ বললেন — ☐ (iii) তোমার অবিশ্যি কোনো সাহায্যের দরকার নেই দেখছি।

(ঘ) পঞ্চাকলুর মেয়ে বলল— ☐ (iv) আমার সঙ্গে কি আপনারা কেউ যাবেন পিসিমা?

শব্দার্থ ও টীকা

3. ''বোধহয় চটে গেলেন সত্যপিসি'' — কেননা —

(ক) সুভাষ-কাকিমার বিধবা হবার খবর এত দেরিতে পেয়েছেন।

(খ) সুভাষ-কাকিমা তাঁকে কাঁদবার সুযোগ দেননি।

(গ) সুভাষ-কাকিমা তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে উপস্থিত মহিলাদের কাছে আবেদন রেখেছেন।

22.4.10 কথার মাঝখানে সুভাষ-কাকিমা . . . . পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?

বক্তব্যসার :

ইতিমধ্যে সুভাষ-কাকিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পেছনের আবছা আলোয় তাঁর পরিবর্তিত বেশ চোখে পড়ল না মনোতোষের। তিনি বললেন, মনোতোষের কাকার কোনো পারলৌকিক কাজ করতে পারেন নি। মনোতোষ কালীঘাটের কোনো পণ্ডিতের কাছ থেকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান জেনে আসতে পারে কিনা জানতে চাইলেন। প্রায়শ্চিত্তের কথায় মনোতোষ তীব্র প্রতিবাদ করলে সুভাষ-কাকিমা বলেন হিন্দু বিধবা হয়ে সধবার আচরণ হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। তবুও তিনি শ্বশুরকে পুত্রশোকের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে (একজনের জীবনরক্ষার মধ্য দিয়ে) কিছুটা পুণ্য করতে চেয়েছিলেন। মনোতোষের কথায়, যদি তাই হয়, তাহলে ওই দিনে সমস্ত মানুষের লাঞ্ছনা-গঞ্জনাতেই তো প্রায়শ্চিত্তের সমাধা হয়েছে।

মন্তব্য :

সুভাষ-কাকিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সুভাষ-কাকার পারলৌকিক কাজ এবং তাঁর নিজের কাজের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কথা বললেন মনোতোষকে। সে যদি কালীঘাটের কোনো পণ্ডিতকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। মনোতোষ প্রায়শ্চিত্তের কথা মানতে পারে না। সে বিশ্বাস করে না একাজকে পাপ বলে। কিন্তু সুভাষ-কাকিমা হিন্দুর মেয়ে হয়ে এ কাজকে পাপ বলেই জানতেন। কিন্তু শ্বশুরের জীবনরক্ষার জন্য এ কাজ করেছেন তিনি। এতে পুণ্য সঞ্চয় করতে চাইছিলেন। মনোতোষের ভাবনাই ঠিক। এত মানুষের এত সমালোচনা, এত খারাপ কথা, মানসিক যন্ত্রণার থেকে বড়ো কোনো প্রায়শ্চিত্ত আর হতে পারে না। অন্য প্রায়শ্চিত্ত আর কী হতে পারে?

পাঠগত প্রশ্ন : 22.10

1. ''ন যযৌ ন তস্থৌ'' — অংশটির আসল অর্থ হল — ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) যাব না থাকব না

(খ) গেল না এলও না

(গ) অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা

(ঘ) যেও না এসো না

2. প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

''আজকের লাঞ্ছনাতেও কি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?'' —

(i) কে বলেছে?

(ii) কাকে উদ্দেশ করে বলেছে?

(iii) কোন্ দিনের কথা বলা হয়েছে?

(iv) উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কে বা কারা লাঞ্ছনা করেছে?

3. "শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান" — (ডানদিক থেকে)

(ক) কালীঘাটের কোনো _____ জিজ্ঞেস করতে পার? (পাণ্ডাকে/ পণ্ডিতকে)

(খ) হিন্দুধর্ম কি এতটা _____ ভার বইতে পারবে? (কুৎসার/ অনাচারের)

(গ) পুণ্যের লোভটাও _____ হয়ে উঠেছিল। (বড়ো/ মস্ত)।

(ঘ) নিজের _____ প্রাণপণ যত্নে লুকিয়ে তুলে রাখলাম। (প্রাণভোমরা/ মৃত্যুবাণ)

22.4.11 সুভাষ-কাকিমা এক মুহূর্ত . . . মনোতোষ— কী করে পারলাম।

বক্তব্যসার:

সুভাষ-কাকিমার সকলের লাঞ্ছনাতেও তাঁর প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা এ বিষয়ে মনোতোষ জানতে চাইলে তিনি শাস্তিই চাইছেন। এতদিন ধরে হেসেখেলে বেড়ানোর জন্য কঠিন শাস্তি। প্রকৃতপক্ষে সমাজের মানুষের কথা ছেড়ে দিলেও তিনি বিবেকের দংশন থেকেই এ দাবি করেছেন। এরপর পঞ্চাকলুর মেয়ে নন্দী একা কাকিমা আর মনোতোষের উপস্থিত দেখল, মানুষের কুৎসা রটনার ভয়ের কথা বলল সে। মনোতোষ যাবার আগে তাঁকে জিজ্ঞেস করল শ্বশুরের শত লাঞ্ছনা সয়েও তাঁকে বাঁচাবার জন্যে তিনি অমন কাজ করলেন কেন। লোকে তো আসল কথা বুঝল না। আর কী করেই বা তিনি এমন করতে পারলেন, এও তাঁর প্রশ্ন। সুভাষ-কাকিমা এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

মন্তব্য:

যে ভাবেই হোক সুভাষ-কাকিমা একটা কঠিন শাস্তি চান। জেনে বা না-বুঝে এমন কাজ করলেও সমাজের নিয়মের বাইরে যেতে চান-না তিনি। এটা সত্যি। কিন্তু তার থেকেও সত্যি হল, তিনি মনের মধ্যেই এটাকে একটা অন্যায় কাজ বলে স্বীকার করছেন। কিন্তু অদ্ভুত মনের মানুষ এই ভদ্রমহিলা। মনোতোষ বলল, গিরীনঠাকুরদার অত অত্যাচারের পরেও তিনি কীভাবে তাঁর জন্যে এমন অন্যায়ের ভার নিলেন তা সে বুঝতে পারছে না। এখানেই সুভাষ-কাকিমার আসল নারীসত্তা বেরিয়ে এল। তিনি শোকে কাতর শ্বশুরের লাঞ্ছনাকে মাথা পেতে নিলেন। এখানেই তো তাঁর মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে। লেখিকা তাঁর কাজ 'অনাচার' কিনা এ প্রশ্ন রাখলেও এটি সত্যিকারের মানবিকতার কাজই হয়েছে। পাঠকমাত্রেই একথা বুঝবেন, মানবেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 22.11

1. নীচে কয়েকটি বাক্য দেওয়া আছে। পাশের বন্ধনীতে ঠিক বা ভুল লিখুন —

(ক) সুভাষ-কাকিমা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন না। [ ]

(খ) মনে হচ্ছে একটা শাস্তিই হোক। [ ]

(গ) তার জন্যে শক্ত বিধান শাস্ত্রে আছে? [ ]

(ঘ) কথাটা বড়ো নিদারুণ সত্যি নয়! [ ]

(ঙ) সে তো কারুর অবিদিত নেই? [ ]

(চ) ভাবছি কী করে পারলেন? [ ]

2. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

''জেনে বুঝে ওর মাথায় লাঠি বসানোর ভারটা নেব?'' — 'ওর মাথায় লাঠি বসানোর ভার' অংশটির আসল অর্থ হল —

(i) লাঠি দিয়ে মারা।

(ii) লাঠি বসিয়ে দেওয়া।

(iii) মানসিক আঘাত দেওয়া।

(iv) মাথা লক্ষ করে লাঠি ছোঁড়া।

3. একটি বাক্যে বা বাক্যাংশে উত্তর লিখুন :

''ভাবছি কী করে পারলেন?''

(ক) কে বলেছে?

(খ) কাকে লক্ষ করে বলা হয়েছে?

(গ) কী পারার কথা বলা হয়েছে?

(ঘ) উত্তরে তিনি কী বললেন?

22.5 আপনি যা শিখলেন

1. বাঙালি হিন্দু সমাজ এখনও কিছু কিছু কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সে বিষয়।
2. বাঙালি হিন্দু সমাজে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নারীর ত্যাগমহিমা, সহনশীলতা, মানবিকতাকে মর্যাদা না দিয়ে তাকে কীভাবে অপমান করার কথা।
3. কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পরে আত্মার অবস্থান এবং যথাযথ পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন না হলে সেই আত্মার যে সদ্‌গতি হয় না, এমন অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন সমাজের কাছে প্রগতিমূলক চিন্তা ব্যাহত হবার কথা।
4. এরই মধ্যে মনোতোষ নামে যুবকের ভাবনায় সুভাষ-কাকিমার প্রতি সহানুভূতি জেগে ওঠার কথা।
5. গল্পটি সম্পূর্ণভাবে চলিত রীতিতে লেখার কথা।

22.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. ''মানুষজন্ম হয়ে পর্যন্ত এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি ঠাকুরঝি।''— কথাটি সর্বনেশে কেন?
2. ''জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না।''— সমালোচনাকে আগুন বলা হয়েছে কেন?

শব্দার্থ ও টীকা

3. ''ছেলে-ভোলানো আর বলে কাকে?''— 'ছেলে-ভোলানো' কথার বিশেষ অর্থ কী?

4. ''মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা যন্ত্রণা বোধ করলাম''— এর থেকে বক্তার চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

5. ''তিনি বিধান দিলেন।'' — তিনি কী বিধান দিলেন?

6. ''এ কি চিঠি, না জ্বলন্ত আঙরা''— চিঠিটিকে 'জ্বলন্ত আঙরা' বলার কারণ বুঝিয়ে বলুন।

7. ''এতে আত্মার অসদ্‌গতি হবে না?''— এটি কি সত্যবিশ্বাস অথবা সংস্কার মাত্র?

8. ''ওই সঙ্গে আমার কোনো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যদি দেন।''— কী উদ্দেশ্যে প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠেছে?

9. ''হিন্দুধর্ম কি এতটা অনাচারের ভার সইতে পারবে?''— তিনি সত্যিই অনাচার করেছেন কিনা সে বিষয়ে যুক্তি দিয়ে বোঝান।

10. ''দেখিনা ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে।''— 'ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে' বলতে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন?

11. এ ধরনের ঘটনা আপনার অভিজ্ঞতায় আছে কি? যদি থাকে ৭/৮টি বাক্যে লিখুন।

22.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

22.1

1. সুভাষ-কাকিমার নামে।
   তিনি এমন কাজ করেছিলেন যাতে প্রমাণিত হয়েছে তিনি কঠিন-প্রাণ।
2. গিরীনখুড়ো মারা যাবার পর তাঁর হাড় কখানা জুড়োল।
3. কথকের মা-কাকিমা মৃত্যুবাড়ি থেকে এসে স্নান না করে শুধু কাপড় ছেড়ে বসেছিলেন।
4. (ক) সম্ভব;
   (খ) দুঃখী;
   (গ) জরজর;
   (ঘ) ঘাট।

22.2

1. (ক) কথকের মা বলেছেন।
   (খ) কথকের পিসিমাকে বলেছেন।
   (গ) মানুষ হিসেবে জন্ম নেওয়া থেকে অর্থাৎ আশৈশব।
   (ঘ) 'সর্বনেশে কথা'টি এখানে স্পষ্ট হয়নি (কোনোভাবেই এই অংশে প্রকাশ পায়নি)। তবে সুভাষ-কাকিমার কোনো গর্হিত কর্মের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে সম্ভবত।

শব্দার্থ ও টীকা

2. (ii) সুভাষ কাকিমার সম্পর্কে এ উক্তি।

3. (i) পিসিমা; (ii) পিসিমা; (iii) কাকিমা; (iv) মা।

22.3

1. (খ) বন্ধ হবে না।

2. (ক) ফেরার;
   (খ) আষ্টেপৃষ্ঠে;
   (গ) কুলধর্ম;
   (ঘ) মানিক।

3. (ক) সুভাষ-কাকিমার অপরাধ।
   (খ) দীনেশ রায়, সুরেন সরকার নামের গ্রামের মাথাওয়ালা লোকেরা।
   (গ) যে-ধরনের অপরাধ করা হয়েছে এ জাতীয় অপরাধ এর আগে ঘটেনি বলেই এখনও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হয়নি।

22.4

1. (ii) গিরীনখুড়োর মৃত্যুদিন।

2. (ক) দীনেশ রায় মনোতোষ (গল্পের কথক)দের গ্রামের একজন মাথা।
   (খ) তিনি মনোতোষকে একথা বললেন।
   (গ) 'উচ্চাঙ্গের হাসি' কথাটির মধ্যে দীনেশ রায়ের সবজান্তা মুরুব্বিয়ানার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।
   (ঘ) দীনেশ রায়ের এ-হাসি সুভাষ-কাকিমার কোনো অপরাধমূলক কাজের দিকে ইঙ্গিত করছে।

3. (ক) আজকের দিনে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজি?
   (খ) দীনেশ রায় উদারকণ্ঠে বলে উঠলেন — 'তোমায় দরকার নেই',
   (গ) দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন — হুঁঃ! ভালো আর লাগবে কোথা থেকে?
   (ঘ) বললাম — এমনি গেলাম না আজ, ভালো লাগল না।

22.5

1. (i) একথা সুরেন সরকার বলেছিলেন।
   (ii) মনোতোষকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন।
   (iii) এখানে 'সাফাই' শব্দের অর্থ হল অজুহাত বা নিজের অপরাধকে অস্বীকার করার বাহানা।
   (iv) সুভাষ-কাকিমা শ্বশুরের মনে যাতে আঘাত না লাগে, একথা বিবেচনা করেই অমন কাজ করেছিলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

2. (গ) সুভাষ-কাকিমা।

3. (ক) পৈতে গাছটা (খ) জায়গা; (গ) বিপরীতদিকে;
(ঘ) কাছে-পিঠে; (ঙ) অভিশাপ।

22.6

1. (ক) গিরীনঠাকুরদার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে।

(খ) তিনি খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন এবং পুত্রবধূর (সুভাষ-কাকিমা) ওপরও খাপ্পা হয়েছিলেন।

(গ) তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না একারণে যে গিরীনঠাকুরদার ছ-টি সন্তানের পাঁচটি আগেই মারা গেছে এবং অবশিষ্ট সন্তান সুভাষ সিনেমার হুজুগে বোম্বাই গিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। এতবড়ো শোক বহন করা সত্যিই কষ্টকর।

2. (iii) লক্ষ্যহীনভাবে।

3. (ক) খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন (iii) গিরীনঠাকুরদা

(খ) কী করে প্রসন্ন থাকতে পারেন? (iv) গিরীনঠাকুরদা

(গ) কুহকিনীর কুহকজালে আটকা পড়ে গেছেন (i) সুভাষ-কাকা

(ঘ) এই নিন, এই চিঠি পড়ুন (ii) সুভাষ-কাকিমা

22.7

1. (i) বম্বে থেকে সুভাষ-কাকার বন্ধুর পাঠানো চিঠি।

(ii) সতীশ কুণ্ডু চিঠিটা পড়লেন।

(iii) চিঠির মূল বক্তব্য ছিল যে সুভাষ-কাকা সাতমাস আগে মারা গেছেন।

(iv) জ্বলছে এমন কয়লা। এখানে বিশেষ অর্থে, সংবাদটা একদিকে খুবই মর্মান্তিক, অন্যদিকে এ সংবাদের পরিণতি অত্যন্ত নিন্দনীয়।

2. (খ)

3. (ক) প্রবীণেরা — (iii) — সকৌতূহলে চিঠি কুড়িয়ে নিলেন।

(খ) লোকে — (iv) — বাক্যার্থের দিকে কান দেয়নি।

(গ) সতীশ কুণ্ডু — (ii) —ক্ষোভ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি মুখে ফুটিয়ে . .

(ঘ) বউমা — (i) — এযাবৎ সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন।

22.8

1. (গ) সুভাষ-কাকিমা বিধবা হয়েও সধবার আচরণ করেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

2. (i) সত্যপিসি একথা বলেছেন।

(ii) গিরীনঠাকুরদার আত্মা।

(iii) বক্তা তাঁর আত্মার অসদ্‌গতি হবার আশঙ্কা করছেন এ কারণেই যে গিরীনঠাকুরদার একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান সুভাষের মৃত্যুর সংবাদ চেপে রেখে সুভাষের পারলৌকিক কাজ করেননি সুভাষ-কাকিমা। উপরন্তু এই ছ-সাত মাস ধরে সধবার আচরণ করে যে অনাচার করেছেন তাতে শ্বশুরের আত্মার সদ্‌গতি হওয়া দুঃসাধ্য বলেই মন্তব্য করেছেন সত্যপিসি।

3. (ক) ঘটনা;

(খ) দুর্মতিই;

(গ) বিচক্ষণ;

(ঘ) কর্মফল।

22.9

1. (i) ভটচাজ মহাশয় বিধান দিলেন/ ভটচাজ মহাশয়।

(ii) তিনি 'নারায়ণ নারায়ণ' বলতে বলতে এলেন।

(iii) তিনি বিধান দিলেন গিরীনখুড়োর শেষকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ-কাকিমার বৈধব্যসাজ নেওয়া দৃষ্টিকটূ হওয়ায় গিরীন খুড়োর মৃতদেহ বের করার আগেই সুভাষ-কাকিমার শেষকৃত্য করা উচিত।

2. (ক) সত্যপিসি বললেন — (iii) — তোমার অবিশ্যি কোনো সাহায্যের দরকার নেই দেখছি।

(খ) সুভাষ-কাকিমা বললেন — (iv) — আমার সঙ্গে কি আপনারা কেউ যাবেন পিসিমা?

(গ) মনোতোষ বলল — (ii) — তুই এখানে রাত্তিরে থাকবি বুঝি?

(ঘ) পঞ্চুকলুর মেয়ে বলল — (i) দাদাবাবু এসে ফিরে যাচ্ছেন যে?

3. (খ) সুভাষ-কাকিমা তাঁকে কাঁদবার সুযোগ দেননি।

22.10

1. (খ) গেল না, এলও না।

2. (i) একথা মনোতোষ বলেছে।

(ii) একথাগুলি বলা হয়েছে সুভাষ-কাকিমাকে উদ্দেশ করে।

(iii) যেদিন সুভাষ-কাকার বন্ধুর চিঠিমারফত জানা গেল যে তিনি সাতমাস আগেই গত হয়েছেন অথচ সুভাষ-কাকিমা এতদিন সে সংবাদ গোপন রেখে সধবার আচরণ করেছেন সেই দিনের কথা।

(iv) সুভাষ-কাকিমার গ্রামের নারী-পুরুষ সহ প্রায় সকলে, একমাত্র মনোতোষ বাদে।

3. (ক) পণ্ডিতকে;

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) অনাচারের;

(গ) মস্ত;

(ঘ) মৃত্যুবাণ।

22.11

1. (ক) ভুল;

   (খ) ঠিক;

   (গ) ভুল;

   (ঘ) ভুল;

   (ঙ) ঠিক;

   (চ) ঠিক।

2. (iii) মানসিক আঘাত দেওয়া।

3. (ক) মনোতোষ বলেছে।

   (খ) এটি বলা হয়েছে সুভাষ-কাকিমাকে লক্ষ করে।

   (গ) সুভাষ-কাকার মৃত্যু সংবাদ চেপে রেখে বিগত ছ-সাত মাস ধরে সধবার বেশে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার কথা।

   (ঘ) উত্তরে সুভাষ-কাকিমা বললেন যে তিনিও ভেবে পাচ্ছেন না তিনিই বা এমনটা করতে পারলেন কী করে!

লেখক পরিচিতি

আশাপূর্ণা দেবী : জন্ম - ৮ জানুয়ারি ১৯০৯, মৃত্যু - ১৩ জুলাই ১৯৯৫।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি লেখিকা। উত্তর কলকাতার এক রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম। কোনো স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ হয়নি। মাত্র পনেরো বছর বয়সে কালিদাস গুপ্তর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। দীর্ঘ জীবনে এক গৃহবধূ এবং মায়ের ভূমিকা পালন করতে করতেই তাঁর অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি। অসামান্য সূক্ষ্মদৃষ্টি, সংবেদনশীলতা এবং পরিচিত সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়ের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাঙালি মেয়েদের অন্তঃপুর থেকে বাইরের কথা প্রত্যক্ষ করেছেন। আধুনিক মেয়েদের কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু আধুনিকতার বিলাসীদের কখনও প্রশ্রয় দেননি। ছোটোদের জন্যেও লিখেছেন। তাঁর লেখায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন নারী, পুরুষ, কিশোর থেকে বাঙালি পাঠকমাত্রেই।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই হল 'ছোটো ঠাকুরদার কাশীযাত্রা'। তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা ও বকুলকথা' — এই তিনটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই তিনখণ্ডে তিন প্রজন্মের বাঙালি নারীর ঐতিহাসিক অবস্থান তাদের চিন্তাভাবনা অভিজ্ঞতার জগতের পরিবর্তনের এক আশ্চর্য ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাস সংখ্যা - ১৭৬, গল্প - ৩০টি, ৪৭টি ছোটোগল্প এবং অসংখ্য অন্যান্য রচনা।

শব্দার্থ ও টীকা

১৯৭৮ খ্রি. তিনি দেশের সর্বোচ্চ 'জ্ঞানপীঠ' সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া রবীন্দ্র পুরস্কার, আকাদেমি পুরস্কার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ করেন।

সমধর্মী রচনা

এমন ধরনের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'দেনাপাওনা', 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদি গল্পে; আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা ও বকুলকথা' উপন্যাসে; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বামুনের মেয়ে ইত্যাদি গল্পে। সুযোগমতো এগুলি পড়লে বাঙালি হিন্দু সমাজে (পুরুষ-শাসিত) নারীর অবস্থান বুঝতে পারবেন। যুগের পরিবর্তন হলেও আজও বিয়ের পণ নিয়ে যে-নির্যাতন পাত্রী এবং তার পরিবারের ওপর হয়ে থাকে, তা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি গভীর উপলব্ধির বিষয়।